

ইবনুল ইনসান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৪

(১)এক সাক্বাতে হযরত ইসা আ. ফরিসিদের এক নেতার বাড়িতে খেতে গেলেন। তারা গভীরভাবে তাঁকে লক্ষ্য করছিলেন। (২)ঠিক ওই সময় তাঁর সামনে এক লোক বসে ছিলো, যার ছিলো শোত রোগ। (৩)হযরত ইসা আ. আলিমদের ও ফরিসিদের জিজ্ঞেস করলেন, “সাক্বাতে কাউকে সুস্থ করা কি শরিয়ত-সম্মত, নাকি শরিয়ত-সম্মত নয়?” (৪)কিন্তু তারা চুপ করে রইলেন। তখন হযরত ইসা আ. লোকটির গায়ে হাত দিয়ে তাকে ধরলেন এবং সুস্থ করলেন ও তাকে বিদায় করে দিলেন। (৫)তারপর তিনি তাদের বললেন, “তোমাদের কারো ছেলে বা বলদ যদি সাক্বাতে কুয়োয় পড়ে যায়, তাহলে তোমরা কি তাকে তখনই তোলো না?” (৬)তারা কোনো জবাব দিতে পারলেন না।

(৭)তিনি যখন দেখলেন যে, মেহমানরা কীভাবে সম্মানের জায়গাগুলো বেছে নিচ্ছে, তখন তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্ত দিলেন- (৮)“কেউ যখন তোমাকে বিয়েভোজে দাওয়াত করে, তখন সম্মানের জায়গায় গিয়ে বসবে না। হয়তো তোমার থেকেও সম্মানিত কাউকে দাওয়াত করা হয়েছে। (৯)তাহলে যে তোমাকে ও তাকে দাওয়াত করেছে, সে এসে তোমাকে বলবে, ‘এই জায়গাটি ওনাকে ছেড়ে দাও।’ তখন তো তুমি লজ্জা পেয়ে সবচেয়ে নীচু জায়গায় বসতে যাবে। (১০)কিন্তু তুমি যখন দাওয়াত পাবে, তখন বরং সবচেয়ে কম সম্মানের জায়গায় গিয়ে বসবে; তাহলে যে দাওয়াত করেছে, সে এসে তোমাকে বলবে, ‘বন্ধু, সামনে এসে বসো।’

তখন অন্য সব মেহমানদের সামনে তুমি সম্মান পাবে। (১১)কারণ যে নিজেকে উঁচু করে, তাকে নীচু করা হবে; আর যে নিজেকে নীচু করে, তাকে উঁচু করা হবে।”

(১২)যিনি তাঁকে দাওয়াত করেছিলেন, তাকে তিনি বললেন, “যখন তুমি দুপুর কিংবা রাতে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করবে, তখন তোমার বন্ধুবান্ধব, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন বা ধনী প্রতিবেশীদের দাওয়াত করবে না। হয়তো পরে তারাও এর বদলে তোমাকে দাওয়াত করবে আর এভাবেই তোমার দাওয়াত শোধ হয়ে যাবে। (১৩)কিন্তু তুমি যখন বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করবে, তখন গরিব, নুলা, খোঁড়া এবং অন্ধদের দাওয়াত করো।

(১৪)এতে তুমি রহমত পাবে। কারণ তারা তোমার সেই দাওয়াত শোধ করতে পারবে না। কেয়ামতের দিন দীনদারদের সাথে তুমি এর পুরস্কার পাবে।”

(১৫)যারা খেতে বসেছিলো, তাদের মধ্যে একজন একথা শুনে তাঁকে বললো, “ভাগ্যবান তিনি, যিনি আল্লাহর রাজ্যে খেতে বসবেন।” (১৬)তখন হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “কোনো এক লোক বিরাট এক খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলো এবং অনেককে দাওয়াত দিলো।

(১৭)খাওয়ার সময় হলে সে তার গোলামকে দিয়ে মেহমানদের বলে পাঠালো, ‘আসুন, এখন সবই প্রস্তুত।’ (১৮)কিন্তু তারা সবাই একজনের পর একজন অজুহাত দেখাতে লাগলো। প্রথমজন তাকে বললো, “আমি কিছু জমি কিনেছি, আমাকে

গিয়ে তা দেখতে হবে; আমাকে ক্ষমা করো।’ (১৯)আরেকজন বললো, ‘আমি পাঁচ জোড়া বলদ কিনেছি, সেগুলো পরীক্ষা করতে যাচ্ছি; আমাকে ক্ষমা করো।’ (২০)অন্য আরেকজন বললো, ‘আমি সবেমাত্র বিয়ে করেছি, তাই যেতে পারছি না’। (২১)সেই গোলাম ফিরে গিয়ে তার মালিককে এসব জানালো। তাতে বাড়ির মালিক রাগ করে তার গোলামকে বললো, ‘তুমি তাড়াতাড়ি শহরের রাস্তায় রাস্তায় ও অলিগলিতে যাও এবং গরিব, নুলা, অন্ধ ও খোঁড়াদের নিয়ে এসো।’ (২২)পরে সেই গোলাম বললো, ‘হুজুর, আপনার হুকুম অনুসারেই কাজ করা হয়েছে কিন্তু এখনো জায়গা রয়ে গেছে।’ (২৩)এতে মালিক গোলামকে বললো, ‘শহরের বাইরে রাস্তায় রাস্তায় ও অলিগলিতে যাও এবং লোকদের ধরে নিয়ে এসো, যেনো আমার বাড়ি ভরে যায়। (২৪)আমি তোমাদের বলছি, যাদের দাওয়াত করা হয়েছিলো, তাদের কেউই আমার এই খাবারের স্বাদ পাবে না।’

(২৫)একবার এক বিশাল জনতা তাঁর সাথে সাথে যাচ্ছিলো। পেছন ফিরে তিনি তাদের বললেন, (২৬)“যে আমার কাছে আসবে, সে যদি নিজের বাবা-মা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, এমনকি নিজের জীবনকে পর্যন্ত আমার চেয়ে কম প্রিয় মনে না করে, তাহলে সে আমার উম্মত হতে পারে না। (২৭)যে নিজের সলিব বয়ে নিয়ে আমার পেছনে না আসে, সে আমার উম্মত হতে পারে না।

(২৮)মনে করো তোমাদের মধ্যে কেউ একটি বড়ো দালান তৈরি করতে চায়, তাহলে সে কি প্রথমে বসে খরচের হিসেব করে না, যেনো ওটা শেষ করার জন্য তার যথেষ্ট টাকা আছে কিনা তা সে দেখতে পারে? (২৯)তা না হলে ভিত্তি গাঁথার পরে যদি সে বাড়ির কাজ শেষ করতে না পারে, তাহলে যারা দেখবে, তারা সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে। (৩০)তারা বলবে, ‘লোকটি গাঁথতে শুরু করেছিলো কিন্তু শেষ করতে পারলো না।’

(৩১)অথবা এক বাদশা যদি আরেক বাদশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান, তাহলে তিনি প্রথমে বসে চিন্তা করবেন, ‘বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে যিনি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছেন, মাত্র দশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি তাকে বাধা দিতে পারবো কি?’ (৩২)যদি না পারেন, তাহলে সেই বাদশা দূরে থাকতেই তিনি লোক পাঠিয়ে শান্তির প্রস্তাব দেবেন। (৩৩)অতএব, তোমরা যদি তোমাদের সবকিছু ছেড়ে না আসো, তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউই আমার উম্মত হতে পারবে না।

(৩৪)লবণ ভালো জিনিস কিন্তু লবণের স্বাদ যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কেমন করে তা আবার নোনতা করা যাবে? (৩৫)তখন তা না জমির, না সারের গাদার জন্য উপযুক্ত হয়; লোকে তা ফেলে দেয়। যার শোনার কান আছে সে শুনুক!”